ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৪৯ ● কলকাতা ● ০৭ ফাল্গুন, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কাকদ্বীপে সস্ত্রীক সিপিএম কর্মী 'খুনে'র তদন্ত থেকে অব্যাহতি দময়ন্তীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কাকদ্বীপে সস্ত্রীক সিপিএম কর্মী খুনের তদন্ত থেকে 'নিষ্কৃতি' পেলেন দময়ন্তী সেন। শারীরিক অসুস্থতা দেখিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের তৈরি সিট থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন তিনি। বুধবার সেই আবেদন মঞ্জুর করল কলকাতা হাই কোর্ট। এবার সিটের মাথায় কে থাকবেন, তা পরবর্তী শুনানিতে ঠিক হবে।হাই কোর্টে আইপিএস আধিকারিক নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা তুলে ধরেন। জানান, তিনি বিভিন্ন

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

মুখ্যমন্ত্রীকে 'টেররিস্ট' বলায় ক্ষুব্ধ মমতা চিঠি দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে

বেবি চক্রবর্তী:কলকাতা

বিধানসভায় যা চলছে তা এক কথায় ডামাডোল। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যদিকে বিরোধী দলনেতা পরস্পরকে সোজাসুজি আক্রমন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এত কাজ করে এসে আমাকে শুনতে হবে জম্মু কাশ্মীরের জঙ্গির সঙ্গে আমার যোগ আছে? বাংলাদেশের জঙ্গিদের সঙ্গে আমার যোগ আছে? না জেনেই বলে দেওয়া হচ্ছে আমি টেররিস্ট।" মমতার এই বক্তব্যের পরই বিধানসভায় শেম শেম স্লোগান তোলেন তৃণমূল বিধায়করা। মমতা বলেন, "বিরোধী দলনেতা হিসেবে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানাব।" এই কথার পরে চাঞ্চল্য ছড়ায় বিধানসভায়।

জঙ্গি প্রমাণ করতে পারলে, মুখ্যমন্ত্রিত্বে পদত্যাগ দেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দুত্বের আস্ফালন নিয়েও শুভেন্দু অধিকারী-সহ গোটা বিজেপিকে অলআউট আক্রমণ শানালেন তিনি। বললেন, "যারা হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করছে

এরপর ৬ পাতায়

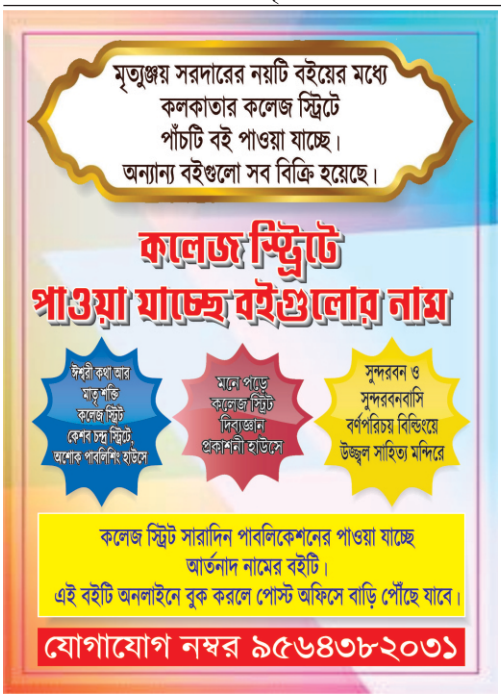

লোকমাতা রাণী রাসমণির তিরোধান দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ মহীয়সী নারী লোকমাতা রাণী রাসমণি দেবীর তিরোধান দিবস উপলক্ষে আজ (১৯/০২/২০২৫) রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় একাধিক সামাজিক সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাণী রাসমণিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। কলকাতার কালীঘাট-কেওড়াতলা মহাশ্মশান সংলগ্ন চিত্তরঞ্জন দাশ পার্কে লোকমাতা রাণী রাসমণি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে । এখানে বঙ্গীয় হেলে/হেলিয়া/চাষী কৈবর্ত (মাহিষ্য) সমাজের রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ ভাস্কর মহানায়ক, আইনজীবী নীহার রঞ্জন মণ্ডল, তাপস কুমার আদক এবং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা রাণী রাসমণির মূর্তিতে মাল্যদান করেন। এই অনুষ্ঠানে কালীঘাট এলাকায় রাসমণির সম্পত্তি ও স্মৃতিবিজড়িত স্থান পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের দাবি ওঠে।

এদিন ডায়মণ্ড হারবার শহরের ত্রিকোণ পার্কে রাণী রাসমণির মূর্তিতে বিশিষ্ট পৌর নাগরিকরা পুষ্প-মাল্যে শ্রদ্ধা জানান। বিকালে ডায়মণ্ড হারবার ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডায়মণ্ড হারবার চাষী কৈবর্ত (মাহিষ্য) সমাজের সম্পাদক সিদ্ধানন্দ পুরকাইত ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষায় এবং জাতীয় জাগরণে রাণী রাসমণির অবদানের কথা স্মরণ করেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য রাণী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে আহ্বান জানান। এছাড়া শিক্ষক কৃষ্ণ মোহন সানা, পঙ্কজ গুছাইত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সভায় বক্তব্য পেশ করেন। কুলপি থানার রামকৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা মর্যাদার সঙ্গে রাসমণির প্রতি জানান। হুগলী জেলায় সৌমেন কোলে, হাওড়ায় শান্তি রঞ্জন সামন্ত ও অন্যান্য জেলায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৫০ টি স্থানে রাণী রাসমণির তিরোধান দিবস পালিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন স্মরণ অনুষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

১২৮ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম সভা জয় করে মোম্বাসা জাহাজে এসে প্রথম স্বদেশের মাটি স্পর্শ করেন বজবজে নেমে। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাতে ট্রেন না থাকায় সারা রাত বজবজের পুরানো স্টেশন ইয়ার্ডে রাত কাটাতে হয়। পরদিন ভোরে প্রথম ট্রেনে তিনি শিয়ালদহ পৌঁছান। সেখান থেকে যান আলম বাজার মঠ। সেই ঐতিহাসিক দিন স্মরণে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ও পূর্ব রেলের সহযোগিতায় বিবেকানন্দ স্মারক সমিতি বিগত ৪০ বছর ধরে এই অনুষ্ঠান করে আসছে। এবারও তা মর্যাদার সঙ্গে

এরপর ৪ পাতায়

অনন্য শিখনে শালবনীর স্কুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর

আবহমান জীবনের সমস্ত বাতাবরন এবং সুফল পরিকাঠামোতে শিখণ কার্যকলাপকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ,এই গ্রাম বাংলার বহু স্কুল তাদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকায় কিছু শিক্ষক শিক্ষিকার ভূমিকা অনস্বীকার্য।জন্মদিন মানেই আনন্দের। জন্মদিন মানেই সতত শুভ। এই জন্মদিনের আনন্দ উদযাপন সকলের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য এই ২০২৫ নতুন বছর থেকে মহাশোল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক -শিক্ষিকা মিলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি নতুন আনন্দসূচি যোগ করা হলো। এবার থেকে প্রতি মাসে সেই মাসে জন্মগ্রহন করা ছাত্র ছাত্রীদের সমবেত জন্মদিন উদযাপন করা হবে। পড়ুয়া ও অভিভাবকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের প্রতি

আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য আমাদের এই উদ্যোগ।

বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমরা সকল শিক্ষক শিক্ষিকগন ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যত জীবনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। তাদের সামগ্রীক প্রতিভার স্ফূরণ ঘটুক এই কামনা করি। আজ ৮ জন ছাত্রছাত্রীর জন্মদিন ফেব্রুয়ারি মাসের জন্মদিন পালিত হলো। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া সম্পাদক শিক্ষানুরাগী সমাজসেবী সন্দীপ সিংহ মহোদয়। প্রধান শিক্ষক উজ্জ্বল কুন্ডু এবং শিক্ষক দীনবন্ধু মাহাতোর ভূমিকা অনবদ্য। অন্যান্য শিক্ষিকারাও সক্রিয়ভাবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সদর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক এইরকম কার্যকলাপের প্রশংসা করেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শালবনী ব্লকের এরকম বহু স্কুলে এই কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

(১ম পাতার পর)

কাকদ্বীপে সস্ত্রীক সিপিএম কর্মী 'খুনে'র তদন্ত থেকে অব্যাহতি দময়ন্তীর

রোগে আক্রান্ত। গাড়ি চড়ায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। চিকিৎসকরা তাঁকে আপাতত মানসিক চাপ নিতেও নিষেধ করেছেন। তাই এই মামলা থেকে সরে যেতে চেয়েছিলেন দময়ন্তী। এদিন তাঁর সেই আরজি মঞ্জুর করল হাই কোর্ট। ফলে সিটের নেতৃত্বে কে থাকবেন, তা ঠিক আপাতত অনিশ্চিত। পরবর্তী শুনানিতে তা ঠিক করা হবে।২০১৮ সালে ১৪ মে কাকদ্বীপের সিপিএম কর্মী দেবপ্রসাদ দাস এবং তাঁর স্ত্রী ঊষারানি দাসের মৃত্যু হয়। অভিযোগ, তাঁদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় তাঁদের। অভিযোগ ছিল, তৃণমূলের কিছু নেতা-কর্মী এই ঘটনা ঘটিয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু হয়। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না পরিজনেরা। কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা। ২০২৩ সালে হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ আইপিএস অফিসার দময়ন্তী সেনের নেতৃত্বে সিট গঠন করা হয়। আদালতের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে আবার ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য সরকার। চলতি বছরের জানুয়ারিতে সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এদিকে সিটের প্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন দময়ন্তী।

মায়াপুর পুলিশ ব্যারাকে পুলিশ আধিকারিকের আত্মহত্যা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া

নদীয়া জেলার নবদ্বীপ ব্লকের নবদ্বীপ থানার অধীনস্থ মায়াপুর ফাঁড়ি তে এক এএসআইয়ের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। দেবাশীষ গড়াই নামে (৪৩) এএসআই ৮/১০/২০২৪ তারিখ থেকে মায়াপুর ফাঁড়িতে কর্মরত ছিলেন। বুধবার সকাল থেকে সহকর্মীরা ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও কোন প্রকার সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে ঢোকা মাত্রই দেখেন গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় রয়েছে। দেবাশীষ বাবু কি কারনে এরকম আত্মঘাতী হলেন তা এই মুহূর্তে কেউ কিছু বলতে পারছেন না। তৎক্ষণাৎ ওই দেহ নিয়ে স্থানীয় গ্রামীন হাসপাতাল মায়াপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় নবদ্বীপ থানার আইসি জলেশ্বর তেওয়ারি এবং কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ কেন্দ্রে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ উত্তম কুমার ঘোষ। নবদ্বীপ থানার আইসি এবং পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের (গ্রামীণ) সুপার উত্তম কুমার ঘোষ বলেন দেবাশীষবাবুর বাড়িতে দুঃসংবাদ দেওয়া হয়েছে। বীরভূম জেলার নানুরের বাড়িতে বউ এবং এক মেয়ে আছে। জানা গেছে মেয়ে এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। মায়াপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে মৃতদেহ ময়না তদন্ত করার জন্য জেলার শক্তিনগর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনো কিছু জানা যায়নি। অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলার রজু করে তদন্ত করা শুরু হবে। জনসাধারণের প্রশ্ন খুন নাকি আত্মঘাতী!

মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলার প্রতিবাদে বিধানসভার বাইরে তীব্র প্রতিবাদ এবিভিপি-র

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা :- মহাকুম্ভর পরিস্থিতি যে ভালো নয়, তা সকলেই স্বীকার করবেন। সরকারি হিসাবে মোট ৫৩ কোটি মানুষ ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করবেন। ইতিমধ্যে প্রায় ৫০ কোটি মানুষের স্নান করা হয়ে গেছে। কিন্তু বিপত্তি কম হয় নি, হয়েছে বহু মানুষের মৃত্যু। সেই পরিস্থিতিতেই মহাকুম্ভকে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে উল্মা প্রকাশ করেন। আর তার পরেই শুরু হয় বিতর্ক। পুলিশের সঙ্গে তুমুল ধস্তাধস্তি তাঁদের। বস্তুত, মঙ্গলবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলেছিলেন। তারই প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এবিভিপি সমর্থকরা। দিন বিধানসভার দু'নম্বর গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান এবিভিপি সমর্থকরা। মূলত, এই গেট দিয়েই বিধানসভার ভিতরে প্রবেশ করেন অধ্যক্ষ থেকে মন্ত্রীরা। এই গেটের সামনেই আচমকাই হাজির হন এবিভিপি সমর্থকরা। প্রায় জনা পনেরো কর্মীকে সামলাতে বেগ পেতে হয় পুলিশকে।পরবর্তীতে এবিভিপি সমর্থকদের তোলা হয় প্রিজন ভ্যানে। নিয়ে যাওয়া হয় লালবাজারে। তবে শুধু এবিভিপি সমর্থকরাই নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাকুম্ভ নিয়ে মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও। তিনি বলেছেন, "সনাতন ধর্মের অপমান করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি আজকের নয়। হাজারো বছর ধরে গঙ্গার জলের মতো ভারতীয় সংস্কৃতি প্রবাহিত হয়ে আসছে। যাঁরা সনাতন ধর্মের দিকে আঙুল তোলেন, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের লোকসান করছেন।" AVP মনে করে, মুখ্যমন্ত্রী বার বার মুসলিম তোষণ করতে গিয়ে আঘাত করছে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতিকে।

নতুন করে বার্ডফ্লুর আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাংলায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা :- আবার বার্ডফ্লুর আতঙ্ক। মুরগির দামের পতন শুরু হয়েছে। দুশ্চিন্তার মুরগি ও ডিম ব্যবসায়ীরা। অন্ধ্রপ্রদেশে ছড়িয়েছে ব্লার্ড ফ্লু আতঙ্ক। ফলে ভিন রাজ্য থেকে ডিম ও মুরগি আমদানির ক্ষেত্রে রাশ টেনেছে রাজ্য সরকার। যার প্রভাব বাংলায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই। জেলার বাজার গুলিতেও অনেকাংশে চাহিদা কমতে শুরু করেছে মুরগির মাংস ও ডিমের। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলার ভোজনরসিক মানুষদের জন্য যেন আশার আলো শোনালেন পশ্চিমবঙ্গ পোল্টি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সহ সম্পাদক রতন পোদ্দার।

তিনি জানান, রাজ্যে বার্ড ফ্লু কোন খবর নেই, ফলে আতঙ্কিত হওয়ারও কোনও বিষয় নেই রাজ্যবাসীদের। এদিন বারাসাতে দাঁড়িয়ে রতন জানান, অন্ধ্রপ্রদেশের চারটি

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

ট্যাংরার ঘটনার পুনর্নির্মাণ, রহস্য সমাধানে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় পুলিশ

একই পরিবারের তিনজন মৃত এবং তিনজন পথ দুর্ঘটনায় আহত। ট্যাংরা কাণ্ড নিয়ে হাজারও প্রশ্নের জট। রহস্যের বুনন খুলতে আপাতত ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। আগামী দিনে ঘটনার পুনর্নির্মাণ হবে বলেই জানান তিনি।আবার ইএম বাইপাসে অভিষিক্তা মোড়ের কাছে আবার দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থেকে প্রণয়, প্রসূন এবং দে পরিবারের পুত্রসন্তানকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাঁরা বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি। প্রণয়-প্রসূনের দাবি, ঘুমের ওষুধ মেশানো পায়েস খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। ঠিক কী কারণে এমন চরম পদক্ষেপ নেওয়া হল, কেনই বা তাঁরা পায়েস খাওয়ার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, তা নিয়ে রয়েছে হাজারও প্রশ্নের জট। তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আর্থিক কোনও সমস্যা রয়েছে কিনা – সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।পুলিশ কমিশনার জানান, 'দে পরিবারের তিন সদস্য জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।তাঁরা একটু সুস্থ হলেই ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হবে। আপাতত আহতদের পাওয়া বয়ান যাচাই করা হচ্ছে।" তিনি আরও জানান, ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। পরিবারের সকলের মোবাইল সংগ্রহ করা হয়েছে। সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। শুধু তাই নয়, এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ট্যাংরার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা প্রণয় এবং প্রসূন দে। সম্পর্কে দুই ভাই। চামড়ার ব্যবসা করতেন তাঁরা। তাঁদের স্ত্রী রোমি এবং সুদেষ্ণা দে। বুধবার সকালে তাঁদের চারতলা বাড়ির আলাদা আলাদা তিনটি ঘর থেকে রোমি, সুদেষ্ণা এবং দে পরিবারের নাবালিকা কন্যাসন্তানের দেহ উদ্ধার হয়। দেহ উদ্ধারের সময় রোমি, সুদেষ্ণার হাতের শিরা কাটা ছিল। গলাতেও ছিল আঘাতের চিহ্ন। নাবালিকার মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরতে দেখা গিয়েছে। তার ঠোঁট এবং নাকের নিচেও ছিল আঘাতের চিহ্ন।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(বিয়াল্লিশতম পর্ব)

কালীপুজো বন্ধ করে লক্ষ্মী-নারায়ণের পুজোর প্রবর্তন করেন।

কালীঘাটে কালীপুজোর দিন মায়ের মন্দিরে লক্ষ্মীপুজোর সময় কিন্তু কোনও ঘটস্থাপন হয় না। শুধু লক্ষ্মীপুজো কেন, কোনও পুজো উপলক্ষেই এখানে ঘট স্থাপনের নিয়ম নেই। কারণ, মা স্বয়ং এখানে বিরাজমান।

অলক্ষ্মী বিদায়ের পরই হাত-পা ধুয়ে পুরোহিত শ্যামা লক্ষ্মীপুজোয় বসবেন। প্রত্যেক সেবায়েত-পরিবার থেকে মা লক্ষ্মীর জন্য নিরামিষ ভোগ আসবে মন্দিরে। সেই ভোগ থরে থরে সাজানো হবে মা দক্ষিণা কালীর সামনেই।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন স্মরণ অনুষ্ঠান

পালিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরামর্শ মতো এবার শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদিনের কর্মসূচি চলে।

সকালে বজবজ স্টেশনে বহু মানুষের সমাবেশে বিবেকানন্দ স্মারক সমিতির স্মৃতি রঞ্জন ঘোষ সকলকে স্বাগত জানান। স্বামী বিবেকানন্দ পৈত্রিক আবাসের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ, বেলুড় মঠের অছি স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, বজবজ স্টেশনের ম্যানেজার বিদ্যুৎ কুমার সির্গা, পৌর প্রধান গৌতম দাশগুপ্ত, বিধায়ক অশোক দেব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে গোল পার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর প্রকাশনায় "শিকাগো থেকে কলকাতা" নামে একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর, গোল পার্ক সহ অন্যান্য শাখা সংগঠন ও অনুমোদিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকেও বহু যুবক যুবতী বজবজের সূচনা অনুষ্ঠান এবং শিয়ালদহ থেকে আলম বাজার মঠ শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। গোল পার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুব সম্মেলন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সমিতি শোভাযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শিয়ালদহ থেকে কলকাতার বিভিন্ন কেন্দ্র পরিক্রমা করে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ শোভাযাত্রা আলম বাজার মঠে পৌঁছলে সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

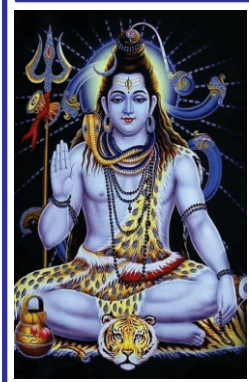

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তবেই হিন্দু পুরাণ মতে এই প্রদোষ ব্রতের এই শুভ দিনে ভগবান শিব এবং মাতা পার্বতী একত্রে খুবই আনন্দিত, প্রসন্ন এবং সদয় থাকেন। তাই সকল ভক্তেরা তাদের আরাধ্যের নিকট থেকে ঐশ্বরিক বর লাভের আশায় এই বিশেষ দিন গুলোতে উপবাস করে পূজা করে থাকেন। প্রদোষ ব্রত সকলেই পালন করতে পারেন সকল বয়সের মানুষ এমনকি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভগীরথের ঘুম ভাঙে কাকের ডাক শুনে কাকদ্বীপ

বেবি চক্রবর্ত্তী

কাকদ্বীপ হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার একটি জনপ্রিয় নাম। এটি একটি সদর দপ্তর। এই শহরটি মুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। কিন্তু কাকদ্বীপ নামকরণের পিছনে রয়েছে এক অজানা পৌরাণিক কাহিনী "কথিত আছে ভগীরথ গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার সময় এই স্থানে রাত্রিযাপন করেন। পরেরদিন ভোরবেলায় কাকের ডাক শুনে ঘুম ভাঙ্গে ভগীরথের। ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান তাঁরা সাগরের খুবই কাছে এসে পরেছেন। তাই এই স্থানের নামকরন হয় কাকদ্বীপ । এরপর গঙ্গাকে সাগরে মিলিত করেন এবং সেই স্থানের নাম হয় গঙ্গাসাগর । আর ভগীরথের নামানুসারে এই নদীর নামকরন হয় ভাগীরথী ।

কাকদ্বীপের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী মেদিনীপুর জাত। এঁরা অধিকাংশই মেদিনীপুরী বাংলা ভাষার অন্তর্গত কাঁথি বাংলায় কথোপকথন করেন। কাকদ্বীপে কলকাতার ভাষারও চল রয়েছে।কাকদ্বীপ শহরটি জাতীয় সড়ক ১১৭ দ্বারা কলকাতা, ডায়মন্ড হারবার, নামখানা ও ফ্রেজারগঞ্জ এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই শহর থেকে কলকাতা, বর্ধমান, দীঘা , নামখানা, হাওড়া, সোনারপুর রুটে বাস চলাচল করে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপ ছিল তেভাগা আন্দোলনের অংশ হিসেবে ১৯৪০-এর দশকে কৃষক প্রতিরোধের একটি স্থান। কাকদ্বীপে কৃষিতে ভাগ-ফসলের ব্যবস্থা ছিল। জমিদারদের জমির মালিকানা ছিল এবং চাষী কৃষকদের তাদের ফসলের অর্ধেক জমিদারদের কাছে হস্তান্তর করতে হত। এই সময় কাকদ্বীপ ছিল কৃষকদের প্রতিরোধের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

কাকদ্বীপে কৃষিক্ষেত্রে বর্গা-ফসল ব্যবস্থা ছিল। জমিদারদের জমি ছিল এবং চাষাবাদকারী কৃষকদের তাদের উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক জমিদারদের কাছে হস্তান্তর করতে হত। কৃষকদের দখলদারিত্বের অধিকার ছিল না এবং বিভিন্ন চাঁদাবাজির শিকার হতে হত যা তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। ১৯৪২ সালের ঘূর্ণিঝড় এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের তীব্র সংগ্রামে বাংলার দুর্ভিক্ষের ফলে কৃষকরা

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

কেন্দ্রের উপর আস্থা আছে', মুখ খুললেন তৃণমূলের জাকির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কারখানা এবং বাড়িতে হানা দিয়েছিল আয়কর দফতর। উদ্ধার করে প্রায় ৯ কোটি টাকা। সে সময় বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেন মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেন। মঙ্গলবার প্রায় সাড়ে ১০ ঘণ্টা ধরে বিড়ি ব্যবসায়ী জাকিরের অফিস এবং কারখানায় হানা দেন সিজিএসটি আধিকারিকেরা।অন্য দিকে, জাকিরের বাড়ি, কারখানা এবং অফিসে কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের হানা নিয়ে জেলা তৃণমূলের অন্যতম নেতা কানাইচন্দ্র মণ্ডল বলেন, ''তৃণমূল করেন বলেই ওঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করে তৃণমূলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চক্রান্ত করছে বিজেপি। মানুষ এর সঠিক জবাব দেবে।'' অভিযোগ পণ্য ও পরিষেবা কর ফাঁকি। মঙ্গলবার রাত ২টোর কিছু পরে বেশ কিছু নথি নিয়ে বিধায়কের অফিস ছাড়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল। মুর্শিদাবাদ তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব বলছেন, কেন্দ্রের শাসকদলের ষড়যন্ত্রে এই অভিযান হয়েছে। কিন্তু জাকিরের গলায় অন্য সুর।

সিজিএসটি-র হানা নিয়ে বুধবার সকালে জাকির জানান, তিনি তদন্তে সহযোগিতা করেছেন। কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছেন। আচমকা হানায় ব্যবসায়িক ভাবে তাঁর ক্ষতি হয়েছে জানিয়েও বিধায়ক বলেন, ''কেন্দ্রের প্রতি আস্থা আছে।'' মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ জাকিরের ঔরঙ্গাবাদের প্রোডাকশন হাউসের অফিসে হানা দেন জিএসটি বিভাগের আট জন আধিকারিক। অফিস চত্বর ঘিরে ফেলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। ঘণ্টাখানেক তল্লাশি চালানোর পরে সেখান থেকে বিধায়কের আরও দু'টি অফিসে

এরপর ৬ পাতায়

(৫ পাতার পর)

ভগীরথের ঘুম ভাঙে কাকের ডাক শুনে কাকদ্বীপ

অসহায় হয়ে পড়েছিল। ঠিক এই ঘটনায় পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক ত্রাণের জন্য কাকদ্বীপে আসেন। তারা বর্গা-ফসলের দুর্দশা বুঝতে পেরে যতীন মাইতি এবং গজেন মালির মতো স্থানীয় নেতাদের সহায়তায় তাদের কিষাণ সমিতিতে সংগঠিত করতে শুরু করেন। ভূমি স্তরে কৃষকদের একত্রিত করার পর, ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভা তেভাগা ডাক দেয়। বর্গা-ফসলকে উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ দেওয়ার দাবি উত্থাপিত হয়।

কাকদ্বীপে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি হল লয়ালগঞ্জে, হরিপুর, ফ্রেজারগঞ্জে, রাজনগর এবং শিবরামপুর। জমিদারের অবাধ্য হয়ে কৃষকরা ফসল কেটে তাদের গোলাঘরে রেখে দিত। কিষাণ সমিতি সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে কাজ করত। তেভাগা বার্তা প্রচারের প্রধান হাতিয়ার ছিল অভ্যন্তরীণ এবং জনসভা, মিছিল এবং তরজা লোকসঙ্গীত। স্বাধীনতার পরেও তেভাগা আন্দোলন অব্যাহত ছিল। কংগ্রেস সরকার ১৯৪৯ সাল নাগাদ এটি দমন করে। তবে, এর বর্বরতার কারণে কংগ্রেস সরকার জমিদারি বিলোপ এবং কৃষকদের অধিকার রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছিল। এর মধ্যেই নিহিত ছিল তেভাগা আন্দোলনের সাফল্য।

কাকদ্বীপ রেলওয়ে স্টেশন হল এই শহরের প্রধান রেল স্টেশন। এই রেল স্টেশনটি শিয়ালদহ-নামখানা লাইন-এ অবস্থিত। শিয়ালদহ থেকে বালিগঞ্জ জংশন , সোনারপুর জংশন এবং বারুইপুর জংশন হয়ে প্রথমে লক্ষীকান্তপুর অব্দি ৬২ কিমি দীর্ঘ দ্বিত্ব বৈদ্যুতিক লাইনে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ও বাকি ৩৫ কিমি একক বৈদ্যুতিক লাইনে ১ ঘণ্টার পথ।কাকদ্বীপে জলপথ একটি গুরুত্ব পূর্ণ পরিবহন মাধ্যম।জলপথে এখানে যাত্রী ও পণ্য উভয়ই পরিবহন করা হয়। এই শহরের এলটিসি ঘাট থেকে সাগরদ্বীপ এ পন্য, যাত্রী বাহী বার্জ ও নৌকো চলাচল করে।

এই শহরের অর্থনীতি প্রধানত নদীর উপর অবস্থিত।এই শহর বৃহত্তর মাছের বাজার রয়েছে। মৎস আহরণ এই শহরের অর্থনীতিকে অগ্রগামী করেছে। নিকটবর্তী গঙ্গাসাগর একটি হিন্দু তীর্থক্ষেত্র ও সমুদ্র পর্যটন কেন্দ্র হওয়ায় কাকদ্বীপ বাংলার পর্যটনশিল্পে একটি নতুন স্থান অধিকার করেছে। কাকদ্বীপে অবস্থিত কাকদ্বীপ মৎস্য বন্দর হল ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৎস বন্দর। এই বন্দর থেকে ট্রলার গুলি হুগলি নদীর মোহনায় ও গভীর সমুদ্র মৎস আরোহণ করতে যায়। প্রতিদিন এই বন্দরে প্রায় ২০০ টি ট্রলার চলাচল করে। তাছাড়া এখানে একটি বরফ কল রয়েছে। এখানে গঙ্গা সাগরে মিলিত হয় গঙ্গাসাগর। এই দ্বীপ থেকে জেটি করে সাগর পেরিয়ে গঙ্গাসাগর খুবই কাছে। শান্ত - স্নিগ্ধ জলধারা বইছে সমুদ্রের অবিরাম বিরামহীন জলপ্রবাহের বড় বড় ঢেউ মোহনায় আছড়ে পড়ছে। পর্যটনের গঙ্গা - সাগরে স্নানের পর পাড়ে জামাকাপড় ছুড়ে ফেলায় দূষিত নোংরা আবর্জনার স্তূপের পাহাড় জমছে বছরের পর বছর গঙ্গাসাগরের পাড়ে।

(৩ পাতার পর)

নতুন করে বার্ডফ্লুর আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাংলায়

জায়গায় বার্ড ফ্লুর আতঙ্ক তৈরি হলেও, এ রাজ্যে তার কোন প্রভাব পড়েনি। প্রতিবেশী ওড়িশা, অসম, বিহার, ছত্রিশগড়েও কোন প্রভাবের খবর নেই। তবে মরশুম বদলের সময় হওয়ায় মানুষের মতো পাখিদেরও শারীরিক অসুস্থতা দেখা যায়। যা অনেক সময় বার্ড ফ্লু বলে চালানো হয়। তিনি আরও বলেন, চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, ৬৫ ডিগ্রি তাপে রান্না হলে আর সংক্রামনের কোনো ভয় থাকে না। সেক্ষেত্রে ক্ষতিকারক জীবাণু থাকে না। ফলে এ ধরনের মাংস সেদ্ধ করে খাবার পরামর্শ দেন তিনি। মুরগির মাংসের ক্ষেত্রে অযথা রাজ্যবাসিকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শই দেওয়া হয় ব্যবসায়িক সংগঠনের তরফে।

(৫ পাতার পর)

কেন্দ্রের উপর আস্থা আছে', মুখ খুললেন তৃণমূলের জাকির

অভিযান চালায় তদন্তকারী দল। নথিপত্র খতিয়ে দেখার পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় একাধিক অফিসকর্মীদের। অফিসের প্রধান হিসাবরক্ষককে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বিধায়কের অন্য একটি ব্যবসায়িক অফিসে গিয়ে জাকিরের সঙ্গেও কথা বলেন তদন্তকারীরা। রাতে মিনিট পনেরোর জন্য এক বার বাড়ি ফিরেছিলেন বিধায়ক। কিছু ক্ষণ বাদেই আবার একটি অফিসে যান তিনি। তখন সঙ্গে বেশ কিছু নথিপত্র নিয়ে যান। ব্যবসায়ী ওই বিধায়কের বিরুদ্ধে কর ফাঁকি দিতে বিপুল পরিমাণ নগদ লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। সে জন্য তাঁর ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ইত্যাদিও দেখেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা। এই অভিযান নিয়ে জাকির বলেন, "আধিকারিকেরা তাঁদের কাজ করেছেন। আমি সহযোগিতা করেছি। আট ঘণ্টা ধরে আমি এক জায়গায় উপস্থিত থেকেছি।"

তৃণমূল বিধায়কের দাবি, তিনি আইন মেনে ব্যবসা করেন। জাকির বলেন, "নির্দিষ্ট পরিমাণ জিএসটি এবং আয়কর দিই। প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক রয়েছেন আমার কারখানায়। তাঁদের রুটিরুজির ব্যাপার আছে। তাই সব কিছু আইনের গণ্ডিতে না মেপে কর্মসংস্থানের কথাটাও ভাবতে হবে। শ্রমিকরা কাজ চলে যাওয়ার আতঙ্কে রয়েছেন। সেই ভয় দূর করার দায়িত্ব তদন্তকারীদের।"

এই তদন্ত কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করছেন তিনি? জঙ্গিপুরের তৃণমূল বিধায়ক বলেন, "এর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই। কেন্দ্রের উপরে আমার যথেষ্ট আস্থা আছে। তারা যত খুশি তদন্তকারী দল পাঠক। তবে হঠাৎ করে না-পাঠিয়ে চিঠি দিয়ে আগাম জানালে ভাল হয়। কারণ, এই রকমের অভিযানে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।" তিনি আরও বলেন, "প্রত্যেক আধিকারিক আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আশা করব, তাঁরা সঠিক রিপোর্ট দিয়ে তাঁদের কর্তব্য পালন করবেন।" বিধায়ক জানান, তাঁকে ডাকা হয়নি। তবে যে দিন ডাকা হবে, সে দিনই তদন্তকারীদের কাছে যাবেন।

(১ম পাতার পর)

মুখ্যমন্ত্রীকে 'টেররিস্ট' বলায় ক্ষুব্ধ মমতা চিঠি দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে

তাদের বলার জন্য বলছি, আমিও ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। বিজেপিকে নিশানা করে মমতা আরও বলেন, "আমাকে মুসলিম লীগ বলছেন, আপনারা তো ভোটে জেতার জন্যে মুসলিম লীগের সাহায্য নেন। ফাঁস করব সে কথা? একটা ধর্মের নামে এত কুৎসা করছেন, একদিন যদি তারা একটা আন্দোলনের ডাক দেয়, আপনি সামলে রাখতে পারবেন তো?" সরস্বতী পুজো নিয়ে সংঘাতের ছবি দেখেছে গোটা বাংলা। যদিও বিধানসভায় এদিন মমতার দাবি, "সরস্বতী পুজো সব ঘরে, স্কুলে, ক্লাবে, পাড়ায় হয়েছে। যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ডে কলেজ ও যোগেশ চন্দ্র ল কলেজে কোর্টের নির্দেশে ২টো পুজোই হয়েছে।" দুটো পুজোর ছবি প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেন মমতা।

সিনেমার খবর

কারিনা কোথায় ছিলেন? হামলার রাতের চাঞ্চল্যকর তথ্য দিলেন সাইফ!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

গত ১৬ জানুয়ারি সাইফ আলি খানের বান্দ্রার বাড়িতে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি হানা দেয়। তার ছোট ছেলে জেহর ন্যানির চিৎকার শুনে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি।

সাইফের সঙ্গে আততায়ীর ধস্তাধস্তির সময় ছুরির আঘাতে তার পিঠ, কব্জি ও ঘাড়ে আঘাত লাগে। পরে তাকে লীলাবতী হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং চিকিৎসকরা সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত্রোপচার করেন। এক সপ্তাহ পর তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান।

হামলার ঘটনায় স্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন। অনেকের ধারণা ছিল, হয়তো কারিনা সেদিন মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বা ঘটনার সময় তিনি বাড়িতেই ছিলেন না। অবশেষে সাইফ নিজেই বিষয়টি পরিষ্কার করলেন।

সাইফ বলেন, "কারিনা সেদিন ডিনারের জন্য বাইরে গিয়েছিল। পরদিন আমার জরুরি কাজ থাকায় আমি বাড়িতে ছিলাম। ও ফিরে আসার পর আমরা কিছুক্ষণ গল্প করি এবং ঘুমিয়ে পড়ি। শুতে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই চিৎকার শুনতে পাই। কেউ একজন জেহর ঘরে ঢুকে টাকা চাইছে, হাতে ছুরি।"

সাইফ আরও বলেন, "আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আততায়ীকে ঠেকানোর চেষ্টা করি। ধস্তাধস্তির ফলে আমার পিঠ ও ঘাড়ে আঘাত লাগে। এ সময় কারিনা জেহকে নিয়ে তৈমুরের ঘরে চলে যায়।"

এরপর কী হয়েছিল?

সাইফ বলেন, "কারিনা শুধু আমাকে নয়, বাচ্চাদেরও নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সে ভয় পাচ্ছিল, যদি আততায়ীর আরও কেউ থেকে থাকে তবে বাচ্চাদের ক্ষতি হতে পারে। আমরা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিলাম। কারিনা তখন ক্যাব, রিকশা বা অটোর জন্য চিৎকার করছিল। আমার পিঠে তখন অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল।"

তিনি আরও জানান, "বেবো বাচ্চাদের নিরাপদে রেখে আমাকে হাসপাতালে নিতে চেয়েছিল। সে বারবার সবাইকে ফোন করছিল, কিন্তু কেউ ধরছিল না। আমি তাকে বললাম, আমি ঠিক আছি, আমি মরবো না। শেষ পর্যন্ত একটা অটো ধরে আমরা চারজন হাসপাতালে পৌঁছে যাই।"

যে ব্লকবাস্টার সিনেমার প্রস্তাব চারবার ফেরান শাহরুখ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে ক্যারিয়ারের তুঙ্গে অবস্থান করছিলেন শাহরুখ খান। সেই সময়ে চারবার একটি সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব ফেরান এই অভিনেতা।

বলিউড লাইফ ডটকম এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, নব্বই দশকে বড় প্রোডাকশন হাউজ একটি রোমান্টিক সিনেমায় অভিনয়ের জন্য শাহরুখ খানকে প্রস্তাব দেয়। কিন্তু শাহরুখ খান তা প্রত্যাখান করেন। তা-ও একবার নয়, চারবার ফিরিয়ে দেন এটি। সর্বশেষ কাজটি করতে সম্মতি দেন এই 'রোমান্স কিং'। সিনেমাটি মুক্তির পর বক্স অফিসে ব্লকবাস্টার হয়। চারবার প্রস্তাব ফেরানো সেই সিনেমার নাম 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে'।

যশরাজ ফিল্মসের ব্যানারে 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে' সিনেমা নির্মাণ করেন আদিত্য চোপড়া। এ সিনেমায় রাজ ও সিমরান চরিত্রে অভিনয় করেন শাহরুখ খান ও কাজল। ১৯৯৫ সালের ২০ অক্টোবর মুক্তি পায় সিনেমাটি। ৪০ কোটি রুপি বাজেটের এ সিনেমা আয় করে ২০০ কোটি রুপি।

হিসাবটা কেবল বক্স অফিসে নয়, সিনেমাটিতে শাহরুখ-কাজলের রসায়নে ডুবে যান সিনেমাপ্রেমীরাও। 'মেহেন্দি লাগা কে রাখনা' গানটি আজও বিয়েবাড়িতে বাজানো হয়।

শাহরুখ-সালমান খানের যে আচরণ আজও ভুলতে পারেননি মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মমতা কুলকার্নি সম্প্রতি সন্ন্যাসের পথে হাঁটলেও এক সময় বলিউডে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন।

বিশেষ করে, শাহরুখ খান ও সালমান খানের সঙ্গে তার অভিনীত ছবি 'কর্ণ অর্জুন' আজও দর্শকদের মনে গেঁথে রয়েছে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ছবির শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা বিষয়ে জানান তিনি।

মমতার কথায়, ছবির কোরিয়োগ্রাফার চিন্নি প্রকাশ একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন। সে সময় শাহরুখ ও সালমান শুটিং থেকে ফিরছিলেন। মমতা সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়

দেখেন, দুই খান তাকে দেখে হাসাহাসি করছেন। তবে বিষয়টি এড়িয়ে যান তিনি।

এরপর গুরুজির (কোরিয়োগ্রাফার) কাছে পৌঁছে মমতা জানতে পারেন, তাকে একা নাচতে হবে! এতে বেশ অবাক হয়ে যান অভিনেত্রী।

পরের দিন শুটিং সেটে প্রথম দৃশ্য ছিল মমতার। তিনি জানান, গাছের আড়াল থেকে শাহরুখ ও সালমান তাকে দেখে আবারো মজা করছিলেন। তবে মমতা এক শটেই পারফেক্ট পারফরম্যান্স দেন। কিন্তু বিপরীত চিত্র দেখা যায় দুই খানের ক্ষেত্রে।

তিনি বলেন, পাঁচ হাজার লোকের সামনে ওদের অনেকবার শট দিতে হয়েছিল। পরিচালক এতটাই বিরক্ত হয়ে যান যে, শেষে শুটিং বন্ধ করে দেন।

শুটিং শেষে যখন সবাই যার যার ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন মমতার সঙ্গে ঘটে যায় আরো এক ঘটনা! তিনি জানান, সেদিন সালমান আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। ও খুব দুষ্টু ছিল, আমাকে সময়ানুবর্তিতার জন্যও মশকরা করতো।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি স্পেশাল

স্বাগতিক পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু করল নিউজিল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পাকিস্তানের মাঠের হালচাল সবচেয়ে ভালো বুঝে নিল নিউজিল্যান্ড। শুরুতে ধাক্কা খেলেও উইকেটের ধরণ বুঝে গড়ল ইনিংস। উইল ইয়াং, টম ল্যাথাম বলে-রানের হিসেব ঠিক রেখে তুললেন সেঞ্চুরি। শেষ দিকে ঝড় তুলে চ্যালেঞ্জিং পুঁজি আনলেন গ্লেন ফিলিপস। জবাব দিতে নেমে মোহাম্মদ রিজওয়ানরা খাবি খেলেন বিস্তর। উইল ও'রর্কি, মিচেল স্যান্টনারদের দাপটের মাঝে তাদের দেখালো ম্রিয়মাণ।

করাচিতে বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচ হলো একপেশে। তাতে স্বাগতিক ও বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের ৬০ রানে হারালো নিউজিল্যান্ড। আগে ব্যাট করে দুই সেঞ্চুরিতে ৩২০ রান করে কিউইরা। ওই রান তাড়ার কোন পরিস্থিতি পুরো ইনিংস জুড়ে কখনই তৈরি করতে না পারা পাকিস্তান থামে ২৬০ রানে।

ব্ল্যাকক্যাপসদের হয়ে ১০৪ বলে ১১৮ রানের ইনিংস খেলেন অভিজ্ঞ ল্যাথাম। রাচিন রবীন্দ্রের চোটে সুযোগ পাওয়া ইয়ং ১১৩ বলে করেন ১০৭। ৩৯ বলে ৬১ রানের ইনিংস খেলে স্লগ ওভারের নায়ক ফিলিপস।

পাকিস্তানের হয়ে আগ্রাসী ফিফটি করেছেন খুশদিল শাহ। তবে তার ৪৯ বলে ৬৯ রান আসে পাকিস্তান ম্যাচ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর। এর বাইরে কার্যকর ব্যাটিং করেন সালমান আঘা ২৮ বলে ৪২)। দলের সেরা ব্যাটার বাবর আজম ৬৪ করলেও খেলেন ৯০ বল। তার ইনিংসটা দলটির হারের অন্যতম কারণ বললে অত্যুক্তি হয় না।

৪৭ রানে ৩ উইকেট নিয়ে কিউইদের সেরা পেসার ও'রর্কি। ৬৬ রানে ৩ উইকেট নেন অধিনায়ক স্যান্টনারও।

নিয়মের জালে আটকে ফখর জামান ওপেনিংয়ে নামতে না পারায় শুরুতেই হিসেব বোধহয় এলোমেলো হয়ে যায় পাকিস্তানের। ফখরের বদলে বাবর আজমের সঙ্গে ওপেন করতে নামেন সাউদ শাকিল, তিনি থামেন চতুর্থ ওভারে। তখন দলের স্কোর কেবল ৮ রান।

এরপর মোহাম্মদ রিজওয়ান আর বাবর মিলে প্রতিরোধের চেষ্টায় বাড়াতে থাকেন ডট বলের চাপ। থিতু হওয়ার আগে ১৪ বল খুইয়ে ৩ রান করে উইল ও'রর্কির বলে বিদায় নেন পাকিস্তান অধিনায়ক।

ওপেনার ফখর পেনাল্টি টাইম পেরিয়ে নামার সুযোগ পান চারে। তবে নেমেই ধুঁকতে থাকেন তিনি। ফিল্ডিংয়ে পাওয়া চোটের অস্বস্তি টের পাওয়া যাচ্ছিলো স্পষ্ট। অন্য দিকে বাবর ঢুকে গেছেন খোলসে। ৩২১ রান তাড়ার কথা যেন মাথাতেই নেই তার। প্রথম ১৪ ওভারের মধ্যেই ৬০টার বেশি ডট বল খেলে ফেলে পাকিস্তান।

আড়ষ্ট এই রানের ধারায় গতি আনেন সালমান আলি আঘা। টি-টোয়েন্টি মেজাজে রান বাড়িয়ে পুষিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি। পাকিস্তানের কপাল মন্দ তার বিদায় হয় অসময়ে। ন্যাথান স্মিথের বলে পুল করতে গিয়ে ২৮ বলে ৪২ করে থামেন তিনি।

বাবর ফিফটি তুলে এগুতে থাকলেও দলের চাহিদার বিপরীতে তা ছিলো নগণ্য। মিচেল স্যান্টনারের বলে ৯০ বলে ৬৪ রানের ইনিংস থামান ৩৪তম ওভারে। ৩২১ রান তাড়ায় তার ৭১ স্ট্রাইকরেটের ইনিংসটি বেশ প্রশ্নবিদ্ধ। রান পেলেও মন্থর খেলায় তিনিই দলকে বড় বিপদে ফেলে যান।

অলরাউন্ডার খুশদিল শাহ এরপর টি-টোয়েন্টি স্টাইলে ফিফটি পেয়েছেন বটে, তবে ততক্ষণে রান তাড়ার হিসেব অনেকটাই নাগালের বাইরে। পরে কেবল হারের ব্যবধানই কমেছে।

দুপুরে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে নিউজিল্যান্ডের ইনিংস এগুয় পরিস্থিতির দাবি মিটিয়ে।

বিশ্বকাপের চেয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে চ্যালেঞ্জ বেশি : বাভুমা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজন করেছে পাকিস্তান। এতে স্বাগতিক পাকিস্তানের সঙ্গে অংশগ্রহণ করছে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এই সিরিজের ম্যাচে মাঠে নামার আগে লাহোরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা সংবাদ সম্মেলনে আসেন।

আর সেখানেই চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে চ্যালেঞ্জিংয়ের কথা তুলে ধরেন প্রোটিয়া অধিনায়ক। তার ভাষ্যে, বিশ্বকাপের চেয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিকে বেশি কঠিন।

সংবাদ সম্মেলনে প্রোটিয়া অধিনায়ক বলেন, 'বিশ্বকাপে দলগুলো নিজেদের পারফরম্যান্স পর্যালোচনা, পুনরায় তৈরি হওয়া এবং মোমেন্টাম তৈরি করার মতো সময় পায়। কিন্তু চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে কোনো ভুল পদক্ষেপের সুযোগ নেই। হয় টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই ভালো করবেন, নয়তো বাদ পড়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকবেন। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের সঙ্গে তুলনা করলে এখানেই চ্যালেঞ্জ বেশি।'

ভারতের মাটিতে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ ১০ দল। যেখানে সবার সঙ্গে খেলা শেষে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ থাকা ৪ জন ওঠে সেমিফাইনালে। এই দৌড়ে প্রতিটি দল পেয়ে থাকে ৯টি করে ম্যাচ। অন্যদিকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হবে দুইটি গ্রুপে। যেখানে প্রতিটি দলের জন্য ম্যাচ থাকবে তিনটি করে। গ্রুপ থেকে দুটি করে দল যাবে সেমিফাইনালে। তাই প্রত্যেকটি ম্যাচ দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ২১ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ম্যাচ খেলবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি: ফাইনালে কোন কোন দলকে দেখছেন মুরালিধরন?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ক্রিকেট ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য এক অংশ মুত্তিয়া মুরালিধরন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সর্বোচ্চ ১ হাজার ৩৪৭ উইকেটের মালিক এই স্পিনিং উইজার্ড। টেস্ট ক্রিকেটে একমাত্র বোলার হিসেবে নিয়েছেন ৮০০ উইকেট।

সেই মুরালিধরনের কাছেই এবারে প্রশ্ন করা হলো, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে খেলবে কারা? ওয়ানডে ফরম্যাটের প্রেস্টিজিয়াস এই আসর একেবারেই দোরগোড়ায় হাজির। আরও অনেক ক্রিকেট কিংবদন্তির মতো ভবিষ্যদ্বাণীর প্রশ্নটা শুনতে হলো মুরালিধরনকেও।

জবাবে মুরালি বললেন ক্রিকেট বিশ্বের সবচেয়ে উত্তেজনাকর সূচির কথা। শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটের এই কিংবদন্তি মনে করেন, ফাইনালে খেলবে ভারত ও পাকিস্তান। ভারতের বার্তা সংস্থা এএনআইকে মুরালিধরন বলেছেন, 'ফেবারিট তো আছেই। তবে নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই যে এই দলটাই জিতবে। ভারত ও পাকিস্তানই ফেবারিট। ঘরোয়া কন্ডিশনের জন্য ফেবারিট পাকিস্তান। ভারতও এমন কন্ডিশনে উঁচু সারির দল।'

অন্যান্য কিংবদন্তিদের মাঝে সুনীল গাভাস্কার এগিয়ে রাখছেন নিজের দেশ ভারতকে। রবি শাস্ত্রী পাকিস্তানকে দেখছেন সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবে। রিকি পন্টিং ২০২৩ বিশ্বকাপের মতোই ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার ফাইনালের পক্ষে বাজি ধরেছেন। আর মুরালিধরন বেছে নিয়েছেন ভারত-পাকিস্তানের ধ্রুপদী লড়াই।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Mukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 & 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR